ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

MAR. 07 2002

ফরিদপুরে প্রধান শিক্ষককে পিটিয়েছে বিএনপি ক্যাডার, থানা মামলা নেয়নি

ফরিদপুর প্রতিনিধি : স্কুলের 'শিক্ষানুরাগী সদস্য' হতে না পারায় ক্ষুব্ধ এক বিএনপি ক্যাডার পিটিয়েছে ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী কৃষ্ণপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধা আমির মজুমদারকে (৫০)। প্রহৃত শিক্ষক এ ব্যাপারে থানায় মামলা করতে গেলেও পুলিশ মামলা নেয়নি।

দিন পনেরো আগে বিএনপি ক্যাডার মাসুদ আহমেদ প্রধান শিক্ষককে দিয়ে জোরপূর্বক স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে 'শিক্ষানুরাগী সদস্য' হিসেবে তার নাম সুপারিশ করে ঢাকায় পাঠায়। অন্যদিকে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান 'শিক্ষানুরাগী সদস্য' পদে সাদেক হোসেন মোল্লার নাম সুপারিশ করে পাঠান। সাদেক হোসেনের প্রস্তাবপত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফের সুপারিশ ছিল। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডিজি অফিস থেকে সাদেক হোসেনর নাম অনুমোদন করে পাঠানো হলে মাসুদ আহমেন প্রধান শিক্ষকের ওপর ক্ষুব্ধ হয়।

মাসুদ গত মঙ্গলবার দুপুর ২টার দিকে প্রধান শিক্ষক আমির মজুমদারের কক্ষে ঢুকে টেবিলে রাখা চায়ের কাপ তার মুখে ছুড়ে মারলে তার ঠোঁট কেটে যাওয়াসহ গরম চায়ে তার মুখ পুড়ে যায়। এরপর মাসুদ পিস্তল বের করে পিস্তলের বাঁট দিয়ে প্রধান শিক্ষকের মাথায় কয়েকবার আঘাত করে এবং অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে। এক পর্যায়ে মাসুদ তার নাম অনুমোদিত না হওয়ার কৈফিয়ত চাইলে প্রধান শিক্ষক সাদেকের প্রস্তাবপত্রে মন্ত্রীর সুপারিশের কথা জানান। এ সময় মাসুদ আহমেদ মন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফের নামেও অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে। পরে মাসুদ প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে জোরপূর্বক স্কুলের প্যাডে তাঁর স্বাক্ষর নিয়ে চলে যায়।

প্রধান শিক্ষক পরে এলাকার চেয়ারম্যান খলিল কাজীকে নিয়ে থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ মামলা নেয়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে প্রকাশ, এ সময় সদরপুর থানার ওসি মামলা করতে আসা প্রধান শিক্ষককে জানান, মন্ত্রী বা এমপি টেলিফোন না করলে মামলা নেওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য সদরপুর থানায় যোগাযোগ করা হলেও থানার ওসিকে পাওয়া যায়নি। প্রধান শিক্ষককে প্রহারের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।